প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় : ১০ পেরিয়ে ১১

মারুফ ইসলাম | *তারিখ: ২৮-০৮-২০১১*

বর্ণাঢ্য আয়োজন! এই শব্দজোড়া এতকাল শুধু পত্রিকার পাতায় দেখলেও আজ যেন সত্যি সত্যিই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলো আতিকের। ঢাক, ঢোল, বাঁশি, বেলুন, হাতি, বানর, ঝালমুড়ি, চকলেট, আইসক্রিম, পিঠা, চটপটি, নাগরদোলা, সাপের খেলা, বানরের নাচ, টিয়া পাখির ভাগ্য গণনা, কৌতুকাভিনয়, জাদুকরের জাদু প্রদর্শনী, নাটক, সিনেমা, হইহুল্লোড়, নতুন-পুরোনো বন্ধুদের আড্ডা এবং দিন শেষে ওয়ারফেইজের উন্মাতাল সুরে অবগাহন। এমন আয়োজনকে 'বর্ণাঢ্য' ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে? আতিক এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আমরাও তাই একমত—এটি একটি বর্ণাঢ্য আয়োজন।

কেন এই আয়োজন? ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা দেওয়ান হাসান মাহমুদ জানালেন, '১০ পেরিয়ে ১১ বছরে পা দিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। তাই এই আয়োজন...।' তারপর আর কথা বলার সুযোগ পেলেন না ভদ্রলোক। 'হাতি-বানর-সাপ-টিয়া সবাই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে আর আপনি বসে আছেন; চলুন, চলুন' বলে একদল শিক্ষার্থী টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে গেলেন শোভাযাত্রায়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনুন নিশাত হাঁড়ি ভেঙে উদ্বোধন করেছেন শোভাযাত্রার। বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ হাশমী ও জয়নাব আলী।

শোভাযাত্রা শেষ হতেই পুরো ক্যাম্পাস যেন উৎসবপুরীতে পরিণত হলো। একজন হাতির শুঁড় ধরে ছবি তুলছেন তো আরেকজন নাগরদোলার লাইনে দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা গেল টিয়া পাখির কাছে। নিজের ভাগ্যটাকে পরখ করে নেওয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না কেউ। ওদিকে হাওয়াই মিঠাই মামারও কি বিরাম আছে? দিল্লিকা লাড্ডু না খাওয়াটা যেন জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল—এমন ভাব দেখিয়ে সবাই ঝাঁক বেঁধে হাওয়াই মিঠাই খাচ্ছেন। আইসক্রিম বিক্রেতারও ফুরসত নেই আজ। সারা বছর টনসিলে ভোগা রূপাকে আইসক্রিম খেতে দেখে মৌটুসী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'মামা আমাকেও একটা আইসক্রিম দেন।'

ইতিমধ্যে মঞ্চে শুরু হয়েছে বানরের কসরত প্রদর্শন। জামাই কীভাবে শ্বশুরবাড়ি যায় বলতেই বানর হাত দিয়ে নাকে রুমাল চাপার ভঙ্গিতে হেলেদুলে হাঁটতে লাগল। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তখন হাসির বন্যা! আর গলায় সাপ পেঁচিয়ে যখন বেদেনি উপস্থিত মঞ্চে তখন ভয়ে তঠস্থ আইন বিভাগের নাবিলা। সাপটা যদি ছোবল দেয়! কিন্তু খেলার আসর থেকে সরে যেতেও ইচ্ছে করছে না তাঁর। যান্ত্রিক শহরে বেড়ে ওঠা নাবিলার এটিই প্রথম চাক্ষুস সর্প দর্শন। তাই বুকে ধুকপুকানি মুখে আনন্দ—এ নিয়েই সাপের খেলা উপভোগ করলেন নাবিলা।

বেলা গড়াতে শুরু করলে ব্র্যাকের পুরোনো শিক্ষার্থীরা একে একে জড়ো হতে থাকেন মহাথালীর এই ক্যাম্পাসে। আরে পুলক! আরে জনি! কত দিন পর...এমন আবেগময় কথাই তখন ভেসে আসতে থাকে চারপাশ থেকে। পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। কেবলই নস্টালজিয়া পেয়ে বসে তাঁদের। এর মাঝে নতুনেরা কেউ কেউ এসে কুশল বিনিময় করেন। দিকনির্দেশনা ও আশীর্বাদ চান ভাবী জীবনের জন্য অগ্রজদের কাছ থেকে। আর এসব আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সূর্য কখন পৌঁছে গেছে পশ্চিম পাড়ে টের পায়নি তাঁরা কেউ। মঞ্চ থেকে ভেসে আসতে শুরু করেছে ওয়ারফেইজের দরাজ আহ্বান। অতএব বাকিটা সময় কাটুক তবে গানে গানে।

maruf1902@gmail.com

প্রথম আলো

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬

ই-মেইল :info@prothom-alo.com